উত্তরবঙ্গ

ছটঘাট এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফ। – সংবাদচিত্র

বিএসএফের নজরদারিতে অস্থায়ী ছটঘাট সংস্কারের কাজ শুরু

গৌতম সরকার ● চ্যাংরাবান্ধা

৮ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশের দুর্বৃত্তদের হামলার ঘটনার কথা মাথায় রেখে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ছটপুজোর ঘাটে এবারও থাকছে বাড়তি পুলিশ এবং বিএসএফের কড়া নজরদারি। ছটপুজোর আর বেশিদিন বাকি নেই। তাই বিএসএফের প্রহরার মধ্য দিয়েই সীমান্তের ধরলা নদীতে ছটপুজোর ঘাট সংস্কারের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বিএসএফ। এলাকা ঘুরে দেখে এসেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। এমনিতেই জায়গাটি বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা। তার উপর এখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই। তাই এবারও যাতে প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তার দিকটি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় সেই দাবিতে এদিনও সোচ্চার হন স্থানীয়রা। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সন্তোষ ঠাকুর বলেন, 'কয়েক বছর আগে এই ছটপুজোর ঘাটে বাংলাদেশি দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছিল। এর জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। তাই এবিষয়ে বাসিন্দাদের তরফে এবারও বাড়তি নজরদারির দাবি জানানো হয়েছে।' এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফে আশ্বাস মিলেছে বলেও জানান তিনি। বিএসএফের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে যে সর্বদাই সীমান্ত এলাকায় কঠোর সতর্কতা জারি থাকে।

মেখলিগঞ্জের বিডিও সঞ্জীব ঘোষ এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার বলেন, 'চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ধরলা নদীতে ছটপুজো ঘাট সংস্কার সহ পরিষ্কার করার কাজ শুরু করা হয়েছে। নিরাপত্তার বিষয়ে বিএসএফের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।' ব্লক প্রশাসনের তরফে জানান, তবে এবারও অসমাপ্ত ঘাটেই ছটপুজো করতে হবে পুণ্যার্থীদের। কারণ বিজিবির আপত্তিতে থমকে থাকা স্থায়ী ছটঘাট তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি। ছটঘাটে পড়ে রয়েছে বোল্ডার, লোহার নেট ইত্যাদি। এই অবস্থায় এবারও যাতে ছটপুজো করতে পুণ্যার্থীদের কোনোরকম অসুবিধা না হয়, সেজন্য প্রশাসনের তরফে অস্থায়ীভাবে ঘাট তৈরি কাজ হচ্ছে। নদীতে ওঠানামার জন্য সিঁড়ি তৈরি হবে। পুরো এলাকাটি পরিষ্কার করে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

কয়েক বছর আগে ছটপুজোর দিন ওপার থেকে একদল বাংলাদেশি এপারের পুণ্যার্থীদের লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ার পাশাপাশি পুজো বেদিতে হামলা চালায়। ওই ঘটনার জেরে প্রতি বছরই ধরলা নদীর এই ছটঘাটে পুজো দিতে গিয়ে অনেকেই আতঙ্কের মধ্যে থাকেন। তাই ঘাটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী, মেখলিগঞ্জের মহকুমাশাসক দিব্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিডিও সঞ্জীব ঘোষ প্রমুখ পরিদর্শন করেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কয়েক বছর আগে ছটপুজোর দিন ওপার থেকে একদল বাংলাদেশি এপারের পুণ্যার্থীদের লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ার পাশাপাশি পুজো বেদিতে হামলা চালায়। আতঙ্কে ঘাট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন অনেক পুণ্যার্থী। ওই ঘটনার জেরে প্রতি বছরই ধরলা নদীর এই ছটঘাটে পুজো দিতে গিয়ে অনেকেই আতঙ্কের মধ্যে থাকেন। যে কথা অজানা নয় প্রশাসনেরও। তাই ঘাটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী, মেখলিগঞ্জের মহকুমাশাসক দিব্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিডিও সঞ্জীব ঘোষ প্রমুখ পরিদর্শন করেন। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলেন। এ প্রসঙ্গে পরেশবাবু বলেন, 'এবারও যাতে এই ঘাটে সুন্দরভাবে ছটপুজো সম্পন্ন করা যায় সেইদিকে আমাদের নজর রয়েছে।' নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে তিনি জানান।

গ্রন্থাগার ভবনের কাজ শেষ করার উদ্যোগ

পুণ্ডিবাড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবনে বিদ্যুতের বিভিন্ন সামগ্রী লাগানোর কাজ জোরকদমে করছে পূর্ত দপ্তরের সোশ্যাল সেক্টর। নভেম্বরের ১৫ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান রয়েছে। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন। ওই অনুষ্ঠানের আগেই গ্রন্থাগার ভবনের নীচতলার সব কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গ্রন্থাগার ভবনের নীচতলা সংশ্লিষ্ট দপ্তর আমাদের হস্তান্তর করেছে। উপরতলাটা এখনও হাতে পাইনি। ওই ভবনে গ্রন্থাগার চালুর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।'

কোচবিহার-২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়িতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ ভবনের কয়েকটি ঘরে বর্তমানে গ্রন্থাগার চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অত্যাধুনিক গ্রন্থাগার ভবন তৈরির জন্য প্রায় ৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। পূর্ত দপ্তরের সোশ্যাল সেক্টর ২০১৫ সালে গ্রন্থাগার ভবন তৈরির কাজ শুরু করে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনের নির্মাণকাজ ২০১৭ সালে শেষ হয়। কিন্তু নতুন ভবনের বেশ কয়েক জায়গায় ফাটল দেখা যায়। এরফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবনটি পূর্ত দপ্তরের সোশ্যাল সেক্টরের কাছ থেকে নিতে রাজি হয়নি। এরপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর ফাটল মেরামত করে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ভবনের নীচতলা হস্তান্তর করে। ভবনের ভিতরের বিদ্যুতের কাজ প্রায় শেষ হলেও উপরতলায় কাজ বাকি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নতুন গ্রন্থাগার ভবন চালু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সভাপতি ভিক্টর সরকার বলেন, 'আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন গ্রন্থাগার ভবন দ্রুত চালু করুন। আমরা সেই অপেক্ষায় রয়েছি।'

কম্বল ও বস্ত্রদান

নিউজ ব্যুরো, ৮ নভেম্বর ঃ শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠন ও পুজো কমিটির তরফে বস্ত্রদান করা হল। বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাগুড়ির উজ্জ্বলা কালীপুজো কমিটির তরফে একশো দুস্থকে কম্বল দান করা হয়। পাশাপাশি, তাঁদের চা-বিস্কুটও খাওয়ানো হয়। পুজো কমিটির তরফে রতন ঘোষ, নীতীশ সাহা ও শিশির সরকার বলেন, 'পুজোর বাজেট কিছুটা কাটছাঁট করে দুস্থদের কম্বল দেওয়া হয়েছে।' এছাড়া, ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুমসিগাড়া গ্রামের বাসিন্দা শেরহাং লিম্বু তাঁর সদ্যপ্রয়াত মা যশমায়া লিম্বুর স্মৃতিতে তাঁর গ্রামের ৫০টি দুস্থ পরিবারকে কম্বল ও জামাকাপড় বিতরণ করেন। বুধবার রাতে ধুমসিগাড়া কালীপুজোর মণ্ডপে ওই পরিবারগুলিকে বস্ত্রদান করা হয়। বিধাননগর অরবিন্দ সংঘের তরফে কালীপুজো উপলক্ষ্যে দুস্থদের সাহায্য করা হয়। ক্লাবের সভাপতি সুধীর ঘোষ বলেন, 'প্রতিবছরই আমরা কালীপুজোয় দুস্থদের সাহায্য করি। এবছর বিধাননগর ও সংলগ্ন এলাকার ২০০ মহিলাকে শাড়ি দেওয়া হয়।' বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই মহিলাদের হাতে শাড়িগুলি তুলে দেন মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা কাজল ঘোষ, বিধাননগর পুলিশের ওসি সুমন কল্যাণ ও ক্লাবের সদস্যরা।

ছিনতাই

ইসলামপুর, ৮ নভেম্বর ঃ আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ৩৫ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানার রহতপুর এলাকায়। একটি বেসরকারি অর্থলগ্নি সংস্থার ওই কর্মী এই মর্মে ইসলামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

কালীপুজোয় ঘুরতে বেরিয়ে আহত ৫

ওদলাবাড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ কালীপুজোয় ঘুরতে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হলেন পাঁচজন। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ ওদলাবাড়ি তিস্তা ব্যারেজ টাউনশিপের এক নম্বর গেটের সামনে একটি টোটো ও চার চাকার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আহতরা সকলেই টোটোতে ছিলেন। পুজো দেখে টোটোয় চেপে তাঁরা দক্ষিণ ওদলাবাড়িতে ফিরছিলেন।

ঘটনায় টোটোচালক সুভাষ রায় (৩৬) ছাড়াও গীতশ্রী রায় (২০), সুকুমার কর্মকার (৪২) সহ আরও দুজন আহত হন। উলটোদিক থেকে একটি গাড়ি এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোয় ধাক্কা মারলে টোটোর সব যাত্রীই কমবেশি আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিএমওএইচ প্রিয়াঙ্কু জানা বলেন, 'টোটোচালকের চোট গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। গীতশ্রী রায় ও সুকুমার কর্মকারের যথাক্রমে হাত ও পা ভেঙেছে। তাঁদেরও রেফার করা হয়েছে।' দুর্ঘটনার পরই চারচাকার গাড়ির চালক পালিয়ে যায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

দীপাবলির রাতে শহরে চুরি

জলপাইগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ দীপাবলির রাতে শহরে একাধিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কোথাও বাড়ির ভেন্টিলেটার ভেঙে নগদ টাকা-পয়সা চুরি গিয়েছে, আবার কোথাও একাধিক গাড়ির ব্যাটারি চুরি গিয়েছে। অপরদিকে, শহরের দিনবাজার এলাকায় বেশ কয়েকটি দোকানের সামনে থেকে দীপাবলির সাজসজ্জার সামগ্রী চুরি গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য কালীপুজোর আগে কলকাতায় গিয়েছেন মোহন্তপাড়ার বাসিন্দা প্রদীপ সরকার। তিনি ওই এলাকায় পবিত্র সেনের বাড়ির নীচতলায় ভাড়া থাকেন। এদিন সকালে বাড়ির মালিকের ভাগনে তাঁকে ফোন করে ঘরের ভেন্টিলেটার ভাঙার বিষয়টি জানায়। প্রদীপবাবু বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি ঘরের ভেন্টিলেটার ভেঙে সেখান দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল চোররা। ঘরের দুটি আলমারি ভেঙে নগদ প্রায় ১০ হাজার টাকা এবং কিছু রুপোর অলংকার চুরি গিয়েছে বলে আমি প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। বিষয়টি লিখিত আকারে কোতোয়ালি থানায় জানানো হয়েছে।' অপরদিকে, বুধবার রাতে নেতাজিপাড়া এলাকায় চারটি গাড়ির ব্যাটারি চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। গাড়ির মালিক অমর সাহা বলেন, 'বৃহস্পতিবার সকালে গাড়ি স্টার্ট করতে এসে দেখতে পাই ব্যাটারি চুরি গিয়েছে। দুটি গাড়ির তেলের ট্যাংক থেকে ডিজেল চুরি হয়েছে। আমরা বিষয়টি কোতোয়ালি থানায় লিখিত আকারে জানিয়েছি।' কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার বলেন, 'আমরা দিনবাজারে চুরি যাওয়া দীপাবলির সাজসজ্জার সরঞ্জাম দুপুরের মধ্যে উদ্ধার করেছি। বাকি চুরিগুলোর ক্ষেত্রে অভিযোগ পেয়েছি। আশা করছি খুব শীঘ্রই চুরির কিনারা করতে পারব।'

দীপাবলির রাতে ধৃত ১১০

ধূপগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ দীপাবলির রাতে বেপোরোয়া বাইক চালানো ও বেসামাল অবস্থায় থাকার অভিযোগে ১১০ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। একই সঙ্গে জেলায় বেআইনি মদের দোকানে অভিযান চালিয়ে ৩০০ লিটারের বেশি দেশি ও বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। অন্যদিকে, ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক বাইকচালকের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শালবাড়ি এলাকা থেকে দুই বন্ধু বাইক নিয়ে ফুলবাড়ি ঘুরতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে। হাসপাতালে নিয়ে আসার পথেই মৃত্যু হয় রাজেশ সরকার নামে ওই বাইকচালকের। তাঁর বন্ধু গুরুতর আহত অবস্থায় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জেলা পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি বলেন, 'জেলায় মদ্যপ বাইকচালক ও মদ্যপ অবস্থায় থাকা ১১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতেই পুলিশ মদ্যপদের বিরুদ্ধে কড়া ভূমিকা নিয়েছে। জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে জেলার ডিআইবি (রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখা)-কেও সক্রিয় করা হয়েছে।'

সেতু থেকে পড়ে মৃত্যু

ময়নাগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ সেতু থেকে পড়ে মৃত্যু হল অজ্ঞাতপরিচয় এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ির জরদা সেতুতে। স্থানীয়দের দাবি, ওই বৃদ্ধা আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। কেন তিনি সেতুর ধারে গিয়েছিলেন বা সত্যিই তিনি আত্মহত্যা করেছেন কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ দোকানপাট খুলছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। হঠাৎ তাঁদের নজরে আসে এক বৃদ্ধা টোটোতে করে এসে জরদা সেতুর কাছে নামলেন। প্রথমে বিষয়টিতে আমল দেননি কেউই। কিছুক্ষণ পর ওই রাস্তা দিয়ে প্রাইভেট টিউশন পড়তে যাচ্ছিল তিন ছাত্রী। তারা খেয়াল করে, ওই বৃদ্ধা সেতু থেকে নীচে পড়ে গেলেন। তাদের চিৎকারেই ছুটে আসেন স্থানীয়া বাসিন্দারা। নদীতে জল না থাকায় বৃদ্ধা ছিটকে গিয়ে পড়েন একটি পাথরের ওপর। এরপর স্থানীয়রাই এক সিভিক ভলান্টিয়ারের সহযোগিতায় তাঁকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস বলেন, 'বৃদ্ধার নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। আর কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দেয়াল লিখন

জলপাইগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ আরএসএস জলপাইগুড়ি জেলার বিজেপি নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে রথের সমর্থনে দেয়াল লিখনে। শুধু তাই নয়, জেলার ৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি এলাকায় সভা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। জেলার চা বলয়ে আদিবাসী সংস্কৃতির প্রসারের ক্ষেত্রে বিজেপি নেতা-কর্মীদের সক্রিয়ভাবে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আদিবাসী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন যেমন করতে হবে তেমনি জেলা গ্রামাঞ্চলে ভাওয়াইয়া সংগীতের প্রসারে তৎপর হতে বলা হয়েছে বিজেপি নেতা ও কর্মীদের।

সাহায্যের আর্জি

মেখলিগঞ্জ, ৮ নভেম্বর ঃ প্লিহার আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্যায় রয়েছে মেখলিগঞ্জ ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী সান্ত্বনা রায় (১১)। সান্ত্বনার বাড়ি মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সরকারপাড়ায়। সান্ত্বনার বাবা গজেন রায় পেশায় দিনমজুর। মা ময়না রায় গৃহবধূ। সান্ত্বনা কয়েকমাস ধরেই পেটে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল। তাকে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পর জানা যায় যে তার পেটের ভেতর প্লিহার আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কারণেই এই সমস্যা হচ্ছে। সান্ত্বনার পরিবারকে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন উন্নত চিকিৎসার জন্য সান্ত্বনাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে, কিন্তু অর্থের অভাবে দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে চিকিৎসা। সান্ত্বনার মা ময়না রায় জানান, বর্তমানে সান্ত্বনার চিকিৎসা চলছে কলকাতার এসএসকেএমে। চলতি মাসের মাঝামাঝি মেয়ের অস্ত্রোপচার করা হবে। মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে এখন অর্থের প্রয়োজন। মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবারও মজারমিলে বন্ধ ছিল বেশকিছু দোকান। ছবি ঃ জিষ্ণু চক্রবর্তী

এখনও পুলিশ মোতায়েন মজারমিলে, শুনসান রাস্তাঘাট

নাথুয়া, ৮ নভেম্বর ঃ বুধবার গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের পরদিন নাথুয়ার মজারমিলে জনজীবন মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল। এদিন অবশ্য এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ধেনদুপ শেরপা, ডিএসপি ক্রাইম মানবেন্দ্র দাস, বানারহাট থানার আইসি বিপুল সিনহা প্রমুখ এদিনও এলাকা পরিদর্শন করেন। জেলা এবং বানারহাট থানার পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি র‍্যাফ এখনও এলাকায় মোতায়েন রয়েছে। তবে, বেশকিছু দোকান এদিন বন্ধ ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ঘটনায় সবমিলিয়ে ১১ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মজারমিল এলাকায় পরকীয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে পেটানোর ঘটনায় চারজন গ্রামবাসীকে সাক্ষ্য দেওয়ার নাম করে থানায় নিয়ে গিয়ে না ছাড়ায় বুধবার এলাকা রীতিমতো অশান্ত হয়ে ওঠে। পুলিশকর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ হয়। উত্তেজিত জনতাকে সামলাতে গিয়ে পুলিশকর্মীরা জখম হন। ওই চারজনকে ছেড়ে দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে বলে গ্রামবাসীরা দাবি জানান। পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করছে না এবং ঘটনার প্রতিবাদে বানারহাট থানা এবং জেলা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হবে বলে এদিন বাসিন্দারা জানিয়েছেন। বানারহাট থানার আইসি বিপুল সিনহা বলেন, 'অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় প্রচুর পুলিশকর্মী মোতায়েন রয়েছেন। আহত ব্যক্তির অভিযোগ ও পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে ১১ জনকে গ্রেফতার করে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়েছে। পুরো বিষয়টির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।'

হেলাপাকড়িতে জমজমাট কালীপুজোর মেলা

হেলাপাকড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ির হেলাপাকড়ি ও জোড়পাকড়িতে জমে উঠল কালীপুজোর মেলা। হেলাপাকড়ির বাবুপাড়া বীণাপানি ক্লাব ও ঢোনারবাড়ি নিগমানন্দ স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের উদ্যোগে পাশাপাশি দুটি মেলার আয়োজন করা হয়। বীণাপাণি ক্লাবের বাসিয়াকালী মেলা এবার ৩৮ বছরে পা দিল। এদিন সন্ধ্যায় মেলার উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী করিমুল হক। ক্লাবের তরফে করিমুল সাহেবকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ক্লাবের তরফে সমাজসেবামূলক কাজের জন্য করিমুল সাহেবের হাতে ৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও এলাকার দুস্থ মানুষকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। পুজো কমিটির সম্পাদক বিষ্ণু রায় বলেন, '১৯৮০ সালে ক্লাবে প্রথম কালীপুজো শুরু হয়। কিন্তু প্রথমবার সময়মতো পুরোহিত না আসায় পরের দিন পুজো হয়। সেকারণেই এই পুজোর নাম হয় বাসিয়াকালীর পুজো। সেবার থেকেই প্রতিবার একইভাবে পুজো ও মেলা হয়ে আসছে এখানে।' অন্যদিকে, ঢোনারবাড়ি নিগমানন্দ স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের মেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শাসঙ্ক রায়বসুনিয়া। ক্লাব সম্পাদক হিমু সেন বলেন, 'এবারে আমাদের পুজো ১২ বছরে পা দিয়েছে।' জোড়পাকড়ি হাদলাপাড়ায় সেন পরিবারের ঘরোয়া কালীপুজো উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে এদিন।

ছটঘাট তৈরি শুরু

ধূপগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ধূপগুড়ি কুমলাই ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ছটঘাট সংস্কার ও পুজোর আয়োজন শুরু হল। ধূপগুড়ি ছটপুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, কুমলাই নদীর এই ঘাটেই আগামী ১৩ তারিখ বিকেলে এবং ১৪ তারিখ ভোরে সূর্য আরাধনায় নামবেন কয়েক হাজার ছটব্রতী। উল্লেখ্য, কুমলাই নদীর পাড় সংস্কার করে স্থায়ী ছটঘাট নির্মাণের জন্য সেচ দপ্তর ইতিমধ্যেই এক কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। অন্যদিকে, এদিন ধূপগুড়ি বাস টার্মিনাস সংলগ্ন ট্যাক্সিস্ট্যান্ড মাঠে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছটপুজো উপলক্ষ্যে দুশো দরিদ্র মানুষের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেয় ধূপগুড়ি ছটপুজো কমিটি।

আলোকচিত্র প্রদর্শনী

মালবাজার, ৮ নভেম্বর ঃ কালার্স অফ সোল সংস্থার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার মালবাজারে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়। স্থানীয় এফসিসির পুজোমণ্ডপের সামনে মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের মাঠে প্রদর্শনীটি হয়। সংস্থার তরফে সৌগত বড়ুয়া বলেন, 'এবছর প্রদর্শনীর পঞ্চম বর্ষ। এবার ডুয়ার্স ও লাগোয়া পাহাড়ের দৃশ্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।' প্রদর্শনীতে ভালো সাড়া মিলেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

স্কুল খুলতে বৈঠক

ইসলামপুর, ৮ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার দাড়িভিট হাইস্কুল খোলা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করল ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসন। ইসলামপুরের বিবেকানন্দ সভাগৃহে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। ইসলামপুরের মহকুমাশাসক মণীশ মিশ্রের নেতৃত্বে বৈঠক শুরু হয়। সিপিএম সহ বামফ্রন্টের অন্য শরিকদল, কংগ্রেস, বিজেপির প্রতিনিধিদের পাশাপাশি শাসকদলের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলে। বৈঠক শেষে বিধায়ক 'যা বলার মহকুমাশাসক বলবেন' বলে বেরিয়ে যান। মহকুমাশাসক বলেন, 'বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। আগামী ১০ তারিখ আমরা স্কুল খুলব। প্রত্যেকেই সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের যে সমস্ত দাবি রয়েছে তা যথাযথ জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।' জেলবন্দি গ্রামবাসীদের মুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সমস্ত দাবি যেখানে পাঠানোর আমি পাঠিয়েছি। তবে ১০ তারিখ স্কুল খুলবে এটা বলতে পারি।'

ছটপুজোর আগে দাম বাড়ছে নারকেলের

ধূপগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ ভিনরাজ্যে রপ্তানি হয়ে যাওয়ায় ছটপুজোর আগে অনেকটাই বাড়ছে নারকেলের দাম। পাইকারি বাজারেই নারকেলের দাম প্রায় ১০-১৫ টাকা বেড়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে সাধারণ গৃহস্থদের। দিন দশেক আগে ধূপগুড়ির পাইকারি বাজারে একজোড়া নারকেলের দাম ছিল ৪৫-৫৩ টাকা, যা ছটপুজোর আগে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০-৬৫ টাকার মতো। বিহারে নারকেলের চাহিদা থাকায় কয়েক মাস থেকেই ধূপগুড়ি বাজারে ওঠা নারকেলের একটা বড়ো অংশ মজুত করা শুরু করেছিলেন একশ্রেণির ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে মজুত করা এবং বাজারে ওঠা নারকেল নিয়মিত বিহারে রপ্তানি করা হচ্ছে। এরফলেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা।

ছটপুজোর উদ্যোক্তাদের কথায়, ছটপুজোয় নানাধরনের শাকসবজি থেকে শুরু করে নারকেল, কলা সবই দেওয়া হয়। তাই ছটপুজোর আগে শুধু নারকেল নয়, দাম বেড়েছে কলা থেকে শুরু করে শাকসবজিরও। ধূপগুড়ির বাসিন্দা রাজু সাই বলেন, 'কয়েকদিন আগেই একজোড়া নারকেলের দাম ছিল ৫০ টাকা। বৃহস্পতিবারেই তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০-৬৫ টাকায়। খুচরো বাজারে নারকেলের দাম আরও বেশি।'

পুজোর উদ্যোক্তারা বলছেন, যাঁরা ছটপুজো করেন তাঁরা দাম বেশি হলেও কমপক্ষে একজোড়া নারকেল কিনবেন। চাহিদা অনুযায়ী নারকেলের জোগান থাকলেও তা ভিনরাজ্যে চলে যাওয়ায় দাম অন্যান্যবারের চেয়ে একটু বেশি রয়েছে। ধূপগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা ধূপগুড়ির ছটপুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা রাজেশ সিং বলেন, 'কালীপুজোর পর ছটপুজোতেও যাতে মানুষ একইভাবে নির্বিঘ্নে আনন্দ করতে পারেন সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে।' পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মণ্ডপ বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে অমল

উৎপল সেন ● হেলাপাকড়ি

৮ নভেম্বর ঃ নিজের বাড়ির পাশে কালীপুজোর মণ্ডপ তৈরি করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন এক ছাত্র। প্রতিভাবান সেই ছাত্রের নাম অমল রায়। ময়নাগুড়ি ব্লকের জোড়পাকড়ির হাদলাপাড়ায়। কারও সহযোগিতা ছাড়াই প্রতি বছরই কালীপুজোয় বাড়ির পাশে মণ্ডপ তৈরি করে সে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেই মণ্ডপে তার হাতে আঁকা বিভিন্ন চিত্রও স্থান পেয়েছে। টোটো, মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, নাগরদোলা, মোবাইল টাওয়ার, হাতি, ঘোড়া, গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, বক, চিল, ইঁদুর, বিড়াল, পাহাড় ইত্যাদি অনেক কিছুই রয়েছে মণ্ডপে। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, পরিবেশদূষণ, বৃক্ষরোপণ, বন্যপ্রাণ রক্ষা, নেশামুক্ত সমাজের মতো একাধিক থিম তুলে ধরার চেষ্টা করেছে সে। যা দেখার জন্য মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন তার মণ্ডপে। দর্শনার্থীরা জানিয়েছেন, অনেক বড়ো বড়ো মণ্ডপ দেখলেও অমলের হাতের তৈরি মণ্ডপ দেখে আমাদের মন ভরে গিয়েছে। আকারে ছোটো হলেও, তার তৈরি এই মণ্ডপে বেশ কিছু থিম তুলে ধরা হয়েছে। যেগুলি সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা যায়। অমলের মা ভারতী রায় বলেন, 'ছোটোবেলা থেকে এসবের প্রতি দারুণ আগ্রহ ছিল অমলের। পড়াশোনাতেও তার দারুণ আগ্রহ। কিন্তু তার শিক্ষার জন্য বাইরের কোনো স্কুলে ভরতি করার মতো ক্ষমতা নেই আমাদের। ছবিও ভালো আঁকতে পারে অমল। অনেক কিছুই তৈরি করার ইচ্ছে রয়েছে তার মনে। কিন্তু প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে সব করে উঠতে পারে না।' অমলের বাবা পুনিয়া রায় পেশায় রিকশাচালক। তাঁর আক্ষেপ, প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ছেলের জন্য সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধে মেলেনি। সরকারি সাহায্য পেলে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে বলে আশা আমাদের। অমলের ইচ্ছে শক্তিকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রতিবেশীরাও। চিন্তারাখাল সেন, সন্তোষকুমার বসাক, প্রভা সেন-রা জানান, পাড়ার ছেলে অমল প্রায় ৭০ শতাংশ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। কিন্তু তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর পাঁচটা সুস্থ ছেলেকেও হার মানিয়ে দেয়। কিন্তু অভাব-অনটনের সংসারে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর পরিস্থিতি নেই। আমরা চাই অমলের জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হোক।

অমল রায়ের বানানো মণ্ডপ। – সংবাদচিত্র